সংবাদ

24 JAN 2017
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...১...

নিজস্ব ক্যাম্পাসে না যাওয়া প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

চতুর্থ দফায় বেঁধে দেয়া সময়েও স্থায়ী ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরু করেনি অধিকাংশ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এ মাসের মধ্যেই পুরনো ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে কার্যক্রম শুরুর কথা ছিল। কিন্তু এগুলোর মধ্যে ৩৯টি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব ক্যাম্পাসে যায়নি। শুধু ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে পাঠদান শুরু করেছে। আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণাধীন ক্যাম্পাসে আংশিক কার্যক্রম শুরু করেছে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার আগ্রহ কম। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। গত সোমবারও একটি জাতীয় দৈনিক এ নিয়ে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গণমাধ্যমকে বলেছেন, 'চাপ দেয়ার কারণে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসে গেছে। অনেকগুলো উদ্যোগ নিয়েছে। যারা একেবারেই যেতে চায় না তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যারা সত্যিকারের উদ্যোগ নিয়েছে, তাদের বিষয়ে সেভাবেই চিন্তা করা হবে।'

২০১০ সালে আইন করে বলা হয়, প্রতিষ্ঠার পর ৭ বছরের মধ্যে সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক দশক এমনকি দুই দশক পরও স্থায়ী ক্যাম্পাস করেনি। এদের দফায় দফায় তাগাদা দিয়েও স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে না। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ করছে ঢিমেতেতালায়। ক্যাম্পাস নির্মাণের কাজ কোনদিন শেষ না হলেই যেন সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খুশি হন। যতদিন ক্যাম্পাস না হবে ততদিন রাজধানীতে ভাড়া বাসায় থেকে শিক্ষা বাণিজ্য করা যাবে– এ হচ্ছে তাদের কৌশল।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দফায় দফায় আইন অমান্য করলেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয় না। সরকারের নমনীয়তা বা উদাসীনতার কারণে এসব বিশ্ববিদ্যালয় বছরের পর বছর অনিয়ম করে যেতে পারছে। নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকা তো একটি মাত্র অনিয়মের উদাহরণ। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নেই, প্রোভিসি নেই। প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক নেই, শিক্ষকদের সিংহভাগই খণ্ডকালীন। শিক্ষার মান রক্ষা না করার অভিযোগ তো রয়েছেই। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় সনদ বাণিজ্য করে। এসবই সম্ভব হচ্ছে সরকারের উদাসীনতার কারণে।

আমরা মনে করি, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনাবশ্যক ছাড় দেয়া হচ্ছে। তারা অনন্তকাল ধরে এ ছাড় পেতে পারে না। তাদের এ বার্তাটি দেয়া জরুরি যে, আইন মেনেই সব কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। এজন্য সরকারকে আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। আইন যদি প্রয়োগই করা না হবে তাহলে তা প্রণয়ন করার প্রয়োজন কী। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, যেসব বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই নিজস্ব ক্যাম্পাসে যেতে চায় না সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, এটি শুধু কথার কথা নয়। বক্তব্য অনুযায়ী শিক্ষামন্ত্রী ব্যবস্থা নেবেন সেটা আমরা আশা করি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একটি শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে হলে ব্যবস্থা নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।